শুধু সুন্দরবন চর্চা
সুন্দরবন চর্চার ত্রৈমাসিক

সূচিপত্র । জুলাই-অক্টোবর ২০২০

তুষার কাঞ্জিলাল- কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতিমালা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
পৃষ্ঠা ৮

বাদাবনের বিপন্ন কামট
জয়ন্ত কুমার মল্লিক
পৃষ্ঠা ১৬

রহস্যময় লেখের কোনা
কাজী মাহফুজুল হক
পৃষ্ঠা ২৬

তাহাদের কথা
অনাথ মৃধা, উজ্জ্বল সরদার
পৃষ্ঠা ৩২-৩৫, পৃষ্ঠা ৪৩

সুন্দরবন গ্রন্থ পরিক্রমা - ঐতিহ্যের পুতুলনাচ
প্রসেনজিৎ কোলে
পৃষ্ঠা ৫৭

সাম্প্রতিককালে বাঘ-মানুষ সংঘাতে মৃতদের তালিকা
নিউজ ডেস্ক
পৃষ্ঠা ৬৫

৩৬
সুন্দরবনের কামট নথিভূক্ত তালিকা
জয়ন্ত কুমার মল্লিক

৪৪
সুন্দরবন ও কামট
প্রভুদান হালদার

৪৭
ধৃতিমান মুখার্জীর ক্যামেরায় হাঙর

৪৮
মানুষ একটা অদ্ভুত জন্তু যে সবসময় একলা বাঁচার চেষ্টা করে
রাজশেখর আইচ

৫৯
কামড়, কামট, হাঙর - কিছু দেখা, কিছু শোনা
সরল দাস

৭৮
মুকুন্দ গায়েন - কবির মৃত্যু

'সুন্দরবন' লিপি নামাঙ্কন- দেবব্রত ঘোষ

প্রচ্ছদ - ধৃতিমান মুখার্জীর ক্যামেরায় বাঘা হাঙর বা Tiger Shark

প্রচ্ছদ রূপায়ণ - অভিজিৎ চক্রবর্তী

এছাড়াও থাকছে

সুন্দরবনের প্রাপ্ত প্রধান কয়েকটি হাঙরের প্রজাতি | পৃষ্ঠা ৪২

সুন্দরবনের জার্নাল | প্রণবেশ সান্যাল | পৃষ্ঠা ৫৬

ধারাবাহিক আত্মকথা - সুন্দরবনের সুজন অরুণোদয় মন্ডল | পৃষ্ঠা ৬২

সুন্দরবন গবেষণার অগ্রপথিক দীনবন্ধু নস্কর এবং সঞ্জয় ঘোষ | পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫

সুন্দরবনের ঘটনাপঞ্জি | পৃষ্ঠা ৭০

প্রকাশিত রচনার মতামত রচনাকারের নিজস্ব। সম্পাদক বা পত্রিকাগোষ্ঠী কোনওভাবেই তার দায়ভার গ্রহণ করবেন না।

কোভিড-১৯ জনিত বিশ্বব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য পত্রিকার এপ্রিল ২০২০ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল না। বর্তমান সংখ্যাটি 'জুলাই-অক্টোবর ২০২০' যুগ্ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হল। গ্রাহকরা একটি অতিরিক্ত সংখ্যা পাবেন।

সম্পাদক
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

সহকারী সম্পাদক
শুভদীপ অধিকারী ও অঞ্জন নন্দী

সম্পাদনা উপদেষ্টা
প্রসেনজিৎ কোলে, বরেন্দু মণ্ডল, শুভ্রকান্তি সিনহা, সঞ্জয় মৌলিক, কণাদ ভট্টাচার্য, সৈকত মুখার্জী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অনাথ মৃধা

মুখ্য আলোকচিত্রী
কৌশিক চ্যাটার্জী ও অভিজিৎ চক্রবর্তী

সংগঠন, জনসংযোগ ও প্রচার
তমোনাশ দত্ত, কৌশিক চ্যাটার্জী, সুজন বেরা, মৌসম মজুমদার, উজ্জ্বল সরদার

শিল্প নির্দেশনা ও অঙ্গসজ্জা
অভিজিৎ চক্রবর্তী

উপদেষ্টা মণ্ডলী
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, শুভ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখার্জী, সৌমেন দত্ত, দীপালি লাহিড়ী, ছবি সাধুখাঁ, সুমিতা ব্যানার্জী, অমিতাভ ব্যানার্জী, আলি মহম্মদ মাসুদ, সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

সমন্বয়
সৃজনী সাধুখাঁ লাহিড়ী

প্রকাশনা
সমীরণ ঘোষ , সঞ্জয় সেনগুপ্ত

বাংলাদেশ প্রতিনিধি
হাসান মেহেদি

টিম শুধু সুন্দরবন চর্চা
সিদ্ধার্থ গোস্বামী, অনুপম কোলে, মঞ্জীরা সেন, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব সামন্ত, অর্ণব রায়, সরল দাস, দিব্যেন্দু ঘোষ, মলয়কান্তি বৈরাগী, মৌমিতা নন্দী, সুমন সাধুখাঁ, ঋতজা লাহিড়ী

মূল্য ১০০ টাকা

Published from
80 Ramdulal Road, Kotalpur, P.O - Gurap. Dt. Hooghly. West Bengal. Pin-712303

Printed at
Tritharaj Art Printers, Gurap, Hooghly, WB. Pin - 712303.

মহাজীবনের সান্নিধ্যে এক দশক

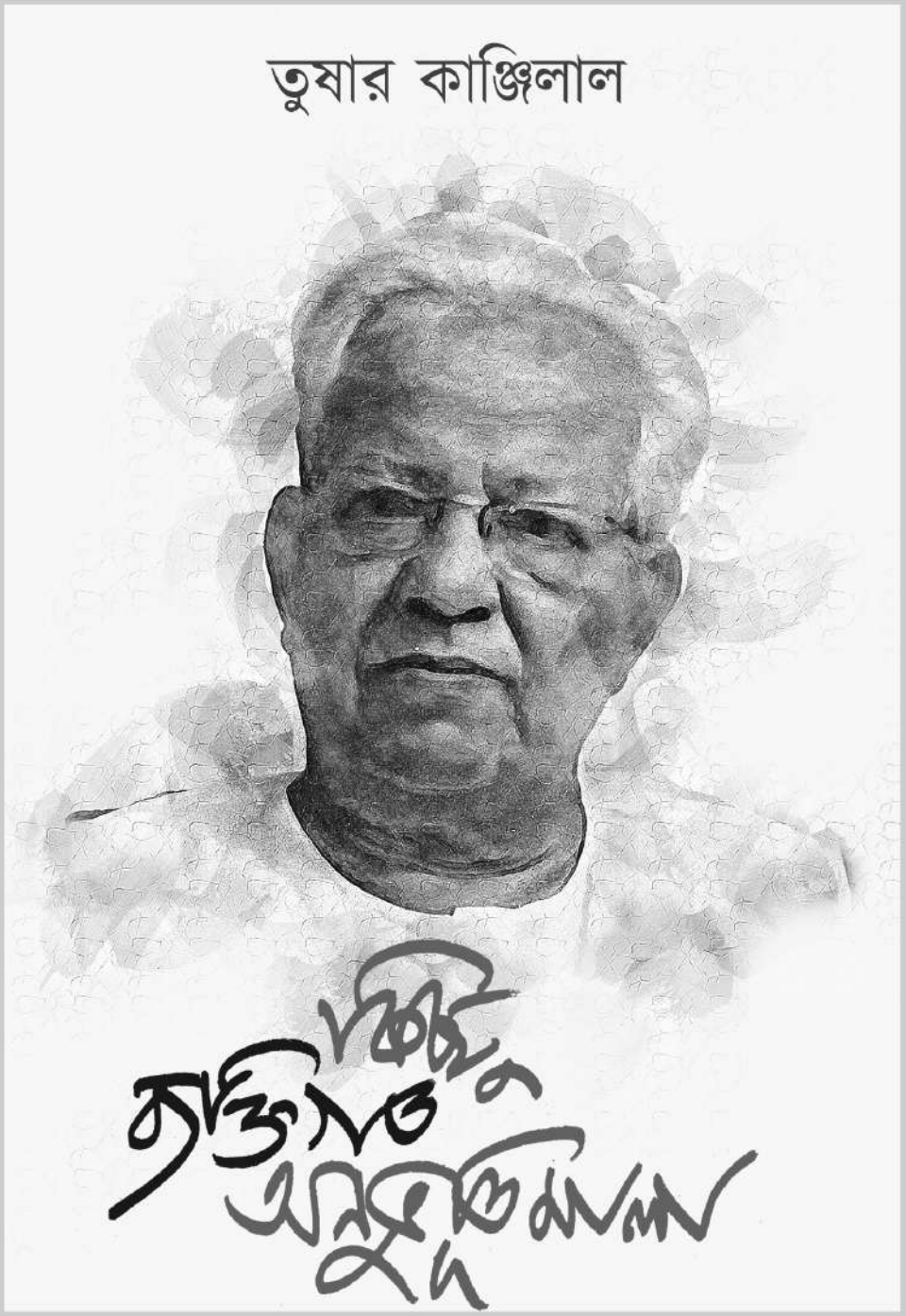

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

বাদাবনের বিপন্ন কামট

কামট আসলে কী?

যে সব প্রাণী জলে ইচ্ছেমতো সাঁতরাতে পারে তাদের বলা হয় 'নেকটন'। গ্রীক ভাষায় 'নেকটন' কথাটির অর্থ 'সাঁতার কাটা'। তাই মাছকে রাখা হয়েছে এইভাগে। বিজ্ঞানীরা মাছদের চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন; অ্যাগনাথা (যার চোয়াল নেই, মুখের মধ্যে শুধু একটা গর্ত), প্ল্যাকোডার্মি (পাতের মত চামড়া, চোয়াল, বর্ম ও পাখনাযুক্ত), অসটিকথিস (শরীর কঠিন হাড় দিয়ে তৈরি) এবং কনড্রিকথিস (শরীর নরম হাড় দিয়ে তৈরি)। কামট (হাঙর) হচ্ছে এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর মাছ। বেশির ভাগ হাঙর শীতল রক্তযুক্ত। মাকো এবং গ্রেট হোয়াইট হাঙরের মতো কিছু হাঙর আংশিক উষ্ণরক্তযুক্ত (এন্ডোথার্মস)। এই হাঙরগুলো জলের তাপমাত্রা অনুযায়ী তাদের দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে; কারণ, শিকারের জন্য এদের মাঝে মাঝে দ্রুত গতি নেবার দরকার পড়ে। সুন্দরবনের জলে বসবাসকারী শিকারী প্রাণীগুলোর মধ্যে কুমির ও হাঙর সবচেয়ে বেশি পরিচিত। হাঙর স্থানীয়ভাবে সুন্দরবনে 'কামট' নামে পরিচিত। সুন্দরবনে প্রাপ্ত হাঙরের বেশিরভাগ প্রজাতি স্বভাবত 'মানুষখেকো' নয়। বস্তুত, হাঙর খাবারের জন্য মানুষকে সন্ধান করে না। যখন কোনও আক্রমণ ঘটে তখন সম্ভবত হাঙর মানুষকে তার প্রকৃত শিকার বলে ভুল করে। বেশিরভাগ সময় হাঙরের কামড় আসলে 'অনুসন্ধানী কামড়' হয় যেখানে একটি কৌতূহলী হাঙর নির্ধারণ করার চেষ্টা করে যে সেটি তার খাদ্য কিনা। এমনকি অনেক হাঙরই মাংসাশী নয়, উদ্ভিদভোজী। বর্তমানে গোটা সুন্দরবন জুড়ে কামটের আক্রমণে আহত বা নিহত হওয়ার সংবাদ কমে আসছে। গত দশ বছরে ভারতীয় সুন্দরবনে এ ধরনের ঘটনা প্রায় শোনাই যায় নি।

লেখা ও ছবি

কাজী মাহফুজুল হক
বাংলাদেশ সরকারের বন এবং
জলবায়ু বিভাগের আধিকারিক

রহস্যময় শেখের কোনা

সাপ্তাহিক সরকারি ছুটি শুক্র-শনির সাথে এবার যোগ হল ষোলই ডিসেম্বর (২০১৮)। বিজয়দিবসের সাধারণ ছুটি। একটানা তিন দিন ছুটি ভোগ করার জন্য মনের মাঝে কতই না সুপ্ত কল্পনা দোল খায়। দোল খেলে কি হবে, কর্মস্থল ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমাদের বাংলাদেশের সুন্দরবনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওই সময় থাকতে হয় আরও বেশি সতর্ক ও ব্যস্ত। বনে তখন চুরির প্রবণতা যেমন বাড়ে, তেমনই বাড়ে পর্যটক সহ ভিআইপি ও ভিভিআইপিদের আনাগোনা। আবার বিভাগীয় দপ্তর হতে জরুরি তারবার্তাসহ কড়া নির্দেশ আসে 'গহীন বনে সতর্ক থাকুন ও টহল জোরদার করুন'। এবারও তার ব্যত্যয় হয়নি।

কমলা মন্ডল ও সুভাষ বৈষ্ণব তাদের শরীরে কামটের আক্রমণের চিহ্ন দেখাচ্ছেন।

কমলা মণ্ডল, ৭ ছোট মোল্লাখালি, গোসাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

চৈত্র মাসে সকাল ৭টা নাগাদ নদীতে মীন ধরতে গিয়ে কামটে ধরেছিল। আমায় যখন কামটে কাটে তখন তাকে দিব্যি চোখে দেখেছি। কামড়ানোর সময়ে কিছুটা ডাঙায় উঠে এসেছিল, তার মুখের দিকে হুল, আমার ডান পায়ের দিকে জ্বালা করছিল বলে সেখানে হাত দিয়েছিলাম, তারপর বাঁ-পা কাদামাটিতে আটকে ছিল, তখনই তাকে চোখে দেখেছি এক ঝলক। আমার আর জ্ঞান ছিল না, বাড়ির লোকজন গোসাবা হসপিটালে ভর্তি করেছিল, ওখান থেকে নীলরতন সরকার হসপিটালে পাঠিয়ে দেয়। দুটি বাচ্চা নিয়ে আমার স্বামী তখনও নদীতে মীন ধরত। এখনও ওই কাটা জায়গায় মাঝে মাঝে যন্ত্রণা আর ঘা হয়। আমার বাড়ির আশেপাশে অনেককেই কামটে কেটেছে, অনেকে মারাও গিয়েছে।

৬. গাঙ্গেয় হাঙর

ইংরেজি নাম: Ganges shark
বৈজ্ঞানিক নাম: *Glyphis gangeticus* (Müller & Henle, 1839)
সমনাম: *Carcharias gangeticus*
বর্তমান অবস্থা: মহা বিপন্ন, সারা বছর দেখা যেত।

গঙ্গানদীর হাঙররা আগাগোড়া ধূসর থেকে বাদামী বর্ণের হাঙর, কোন স্বতন্ত্রচিহ্ন নেই। প্রাপ্তবয়স্ক গাঙ্গেয় হাঙরের দৈর্ঘ্য ১.৮৮ মিটার। জরায়ুজ নবজাতক ৫৬-৬১ সেমি লম্বা হয়। নাক অনেকটা বৃত্তাকার এবং মুখের প্রস্থের চেয়ে অনেক খাটো। মুখ দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং চোখের দিকে পিছনে এবং ওপরে প্রসারিত। দাঁতের সারি ৩২,৩৭/৩১,৩৪। এদের বিশেষ পরিচিতিচিহ্ন হল প্রথম কয়েকটি নীচের সারির সামনের দাঁত, যা কাটাপ্রান্ত, নখরের মতো আকৃতি। এছাড়াও, দ্বিতীয় পৃষ্ঠপাখনা প্রথম পৃষ্ঠ পাখনার প্রায় অর্ধেক উঁচু। ছোট চোখ, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। এদের অভ্যন্তরীণ পিটপিট করা চোখের পালক রয়েছে। ফলে শ্রবণ, গন্ধ এবং বৈদ্যুতিন ধারণ এই তিনটি ক্ষমতার সাহায্যে এরা জলের তলদেশে শিকার করে। এরা সবচেয়ে পছন্দ করে কম লবণাক্ততা বা মিষ্টি জলের আবাস। বঙ্গোপসাগরের ওপরের দিকে নদীর মুখে বা মোহানায় থাকে। এরা ঘোলাজলে থাকতে অভ্যস্ত। এরা অনেকটা এলাকা (দু'দিকেই ১০০ কিমি) জুড়ে ঘোরাফেরা করে। প্রাথমিকভাবে এটি মাছখেকো, বিশেষ করে জলের তলায় বসবাসকারী শাপলাপাতা মাছ বা ড্যাসিয়াটিডি স্টিংরে। অনেকসময় গাঙ্গেয় হাঙরের সঙ্গে ষাঁড় হাঙরকে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু গাঙ্গেয় হাঙরের ছোট দাঁত বড়দন্তী ষাঁড় হাঙরের মত স্তন্যপায়ী শিকার ধরে খাবার উপযুক্ত নয়। এদের প্রজনন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না।

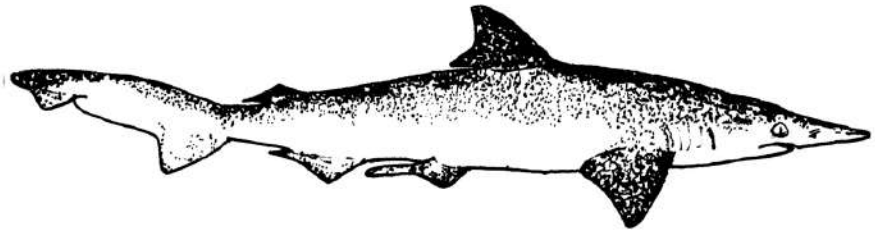

৭. কোদালনাক হাঙর, থুট্রি হাঙর বা ছুড়ি (ছোট) কামট

ইংরেজি নাম: Indian dog shark or Spadenose shark
বৈজ্ঞানিকনাম: *Scoliodon laticaudus* (Müller & Henle, 1839)
সমনাম: *Scoliodon laticaudata*
বর্তমান অবস্থা: প্রায় বিপন্ন, সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল বেশি দেখা যায়

বেশিরভাগ পুরুষ থুট্রিহাঙর ৫০-৫৫ সেমি ও স্ত্রী ৬০ সেমি লম্বা হয়। পুরুষ ০.৩০ মিটার এবং স্ত্রী ০.৩৫ মিটার লম্বা হলে সাধারণত প্রজননক্ষম হয়। দেহের ওপরের রঙ তামাটে-ধূসর। নিচের রঙ সাদা। খুব ছোট, তিনকোনা পাশ বা বুক পাখনাবিশিষ্ট। পাখনা অনেক সময় দেহের থেকে কালচে হয়। দেহে কোন স্পষ্ট দাগ নেই। এদের লম্বা, চ্যাপ্টা ও তিনকোনা নাক আছে। সাধারণত এদের অগভীর জলে দলে দেখা যায়। প্রধান খাদ্য ক্ষুদ্র মাছ, স্কুইড , কবচী ইত্যাদি। প্রতি ছ'মাস অন্তর স্ত্রী হাঙররা সাধারণত ১৩-১৫ সেমি লম্বা ৬-১৮ টি বাচ্চার জন্ম দেয় একবারে। আয়ুর রেকর্ড ৬ বছর।

অ্যালবাম

ধৃতিমান মুখার্জী

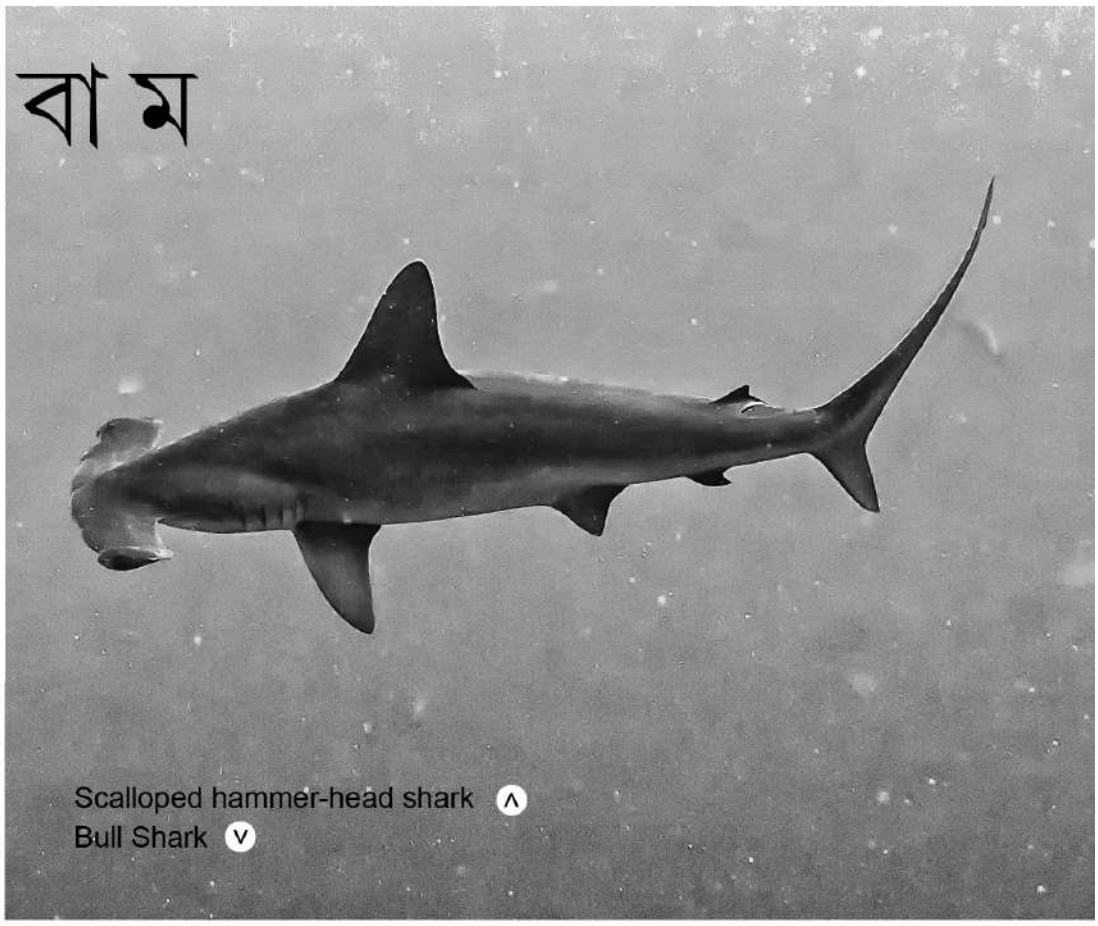

Scalloped hammer-head shark ^

Bull Shark v

লেখা ও ছবি **প্রসেনজিৎ কোলে**

ঐতিহ্যের পুতুল নাচ

'আসুন জ্যান্ত পুতুল নাচ দাদা...জ্যান্ত পুতুল নাচ। অদ্য রজনী অহল্যা উপাখ্যান। জ্যান্ত পুতুল...কথা কইবে, হাসবে, গান গাইবে'।

উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ভ্রান্তিবিলাস চলচিত্রে মেলার দৃশ্যে এভাবেই দর্শক টানতে দেখি পুতুল নাচের তাঁবুতে। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন চলচিত্রেও মেলার দৃশ্যে পুতুল নাচের প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয় মেলা ও পুতুল নাচের সম্পর্ক। বাস্তবে কয়েক দশক আগেও মেলায় এরকম পুতুল নাচের তাঁবু পড়ার ঘটনা বিরল ছিল না। পুতুল নাচ লোকশিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা যেখানে সুসজ্জিত পুতুল কে মাধ্যম করে প্রধানত নাচ, গান, কৌতুক, সংলাপ সমন্বিত জনপ্রিয় গল্প অথবা পালা দর্শকের সামনে পরিবেশন করা হয়। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল নিয়ন্ত্রণাধীন পুতুলটিকে হাত-পা নাড়িয়ে, নাচিয়ে প্রায় জ্যান্তরূপে পেশ করা। এই পেশ করার ধরনটি আবার নানা রকম। সাধারণত আমরা তারের পুতুল নাচ সম্পর্কে সমাধিক পরিচিত। এক্ষেত্রে একাধিক সুতোর ব্যবহারে পুতুলকে উপর থেকে নাচানো বা অভিনয় করানো হয়। পুতুল নাচের আরেকটি ধারা বেণী পুতুল বা গ্লাভস পাপেট, যেখানে দুই হাতের আঙুলগুলির মাথায় পুতুল দস্তানার মত ঢুকিয়ে নাচানো হয়ে থাকে। তবে এখানে আলোচ্য ধরনটি হল ডাঙ বা দণ্ড পুতুল নাচ। ডাঙ-পুতুল নাচ দক্ষিণ ২৪-পরগনা তথা সুন্দরবনের ঐতিহ্যশালী লোকশিল্প বলা চলে। স্মার্ট কমিউনিকেশনের যুগেও কয়েক পুরুষ ধরে সেই ঐতিহ্যের পরম্পরা বয়ে নিয়ে চলা কিছু দল ও শিল্পীর খোঁজে এই পরিক্রমা।

সুন্দরবনের ঘটনাপঞ্জি

(১৮. ১২. ২০১৯ থেকে ১৫. ০৯. ২০২০)

১৮.১২.২০১৯ - আতঙ্কে ট্যুর বাতিলের হিড়িক - বুলবুলের ধাক্কা সামলে স্বাভাবিক হবার পথে বাধ সাধলো নাগরিকত্ব আইন। আতঙ্ক বেড়েছে বারুইপুর ও ক্যানিং মহাকুমা এলাকায়। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। তাই সুন্দরবন যাবার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না পর্যটকরা। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের ভরা পর্যটন মরসুমে ট্যুর বাতিল হওয়ায় চিন্তায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

১৮.১২.২০১৯ - চাষিদের পাশে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র- বুলবুলের কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের ১৩টি ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পাশে এসে দাঁড়াল শস্যশ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। সুন্দরবন এলাকায় চাষিদের বিকল্প চাষে জোর দিতে বলা হয়।

১৮.১২.২০১৯- লক্ষ্য দুর্ঘটনাহীন গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন- গঙ্গাসাগর মেলাকে দুর্ঘটনাহীন মেলায় পরিণত করতে যথাসম্ভব সচেষ্ট রাজ্য সরকার- বললেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী। জলপথে নজরদারির জন্যে থাকছেন ৮০ জন 'জলসাথি'। আপৎকালীন দুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে থাকছে হেলিকাপ্টার।

২০.১২.২০১৯- সেরা স্কুলের স্বীকৃতি- মথুরাপুর ১ ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রকের কাছ থেকে 'পর্যাবরণ মিত্র' পুরস্কার (২০১৩), রাজ্য সরকারের তরফে যামিনী রায় পুরস্কার (২০১৪) সহ একাধিক সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত সুন্দরবনের এই স্কুল।

২৩.১২.২০১৯- পরিবেশবান্ধব গঙ্গাসাগর মেলা- গঙ্গাসাগর মেলা দূষণমুক্ত রাখতে ব্যবহার করা হবে ই-কার্টস। ব্যাটারিচালিত এই যান মেলা প্রাঙ্গণে বর্জ্য পরিষ্কার করতে ব্যবহার হবে।

২২.১২.২০১৯- স্কুল দেখতে কুমার শানু- প্রায় বছর খানেক আগে স্থানীয় গরিব ও অনাথ ছাত্রছাত্রীদের জন্যে তৈরি কুমার শানু বিদ্যানিকেতনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ক্যানিংয়ে এলেন কুমার শানু।

০৬.০১.২০২০- গ্রন্থপ্রকাশ ও সম্মাননা প্রদান- সুন্দরবন থেকে প্রকাশিত 'সমকালের জিয়নকাঠি' পত্রিকার উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজন করা হয় এক গ্রন্থপ্রকাশ ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের।

০৭.০১.২০২০- মুড়িগঙ্গায় লোহার ব্রিজ- রাজ্যের দেনা মিটে গেলেই মুড়িগঙ্গার উপর ৪.৬ কিমি দীর্ঘ লোহার ব্রিজ তৈরি করবে রাজ্য সরকার- পাথরপ্রতিমায় এক সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

০৮.০১.২০২০- গঙ্গাসাগরে প্লাস্টিক-মুক্তিই ব্রত- সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম হাজরা বলেন- 'এ বারের মেলাকে পরিবেশবান্ধব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মেলা হবে স্বচ্ছ ও প্লাস্টিক-মুক্ত'।

০৯.০১.২০২০- গঙ্গাসাগর স্পেশ্যাল ট্রেন- মেলার ভিড় সামলাতে ১২ থেকে ১৭ জানুয়ারি ১১টি বিশেষ গ্যালপিং ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। এছাড়াও চারটি ট্রেনের যাত্রাপথ বাড়ানো হয়েছে।

১০.০১.২০২০-সাগরমেলায় হেলিকপ্টার পরিষেবা- গঙ্গাসাগর মেলা থেকে কলকাতার সাথে দ্রুতগামী যোগাযোগের জন্যে সরকারের উদ্যোগে এক জোড়া হেলিকাপ্টার পরিষেবা চালু হল।

১১.০১.২০২০- গঙ্গাসাগর মেলায় অস্থায়ী হাসপাতাল- সাগরের তীর্থযাত্রীদের জন্যে ৮ নম্বর লটে ১০ শয্যাবিশিষ্ট অস্থায়ী হাসপাতাল চালু করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এছাড়াও পিয়ারলেস হাসপাতালের সহযোগিতায় একটি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট ও অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়েছে অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের কলকাতায় স্থানান্তর করার জন্যে।

১২.০১.২০২০- রাজ্যের রক্ষাকবচ সুন্দরবন- শুধুমাত্র সুনামি বা ঘূর্ণিঝড় নয় ব্যাপক পরিমাণে বায়ুদূষণের হাত থেকে কলকাতা তথা রাজ্যকে রক্ষা করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ প্রাচীর- বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের এক গবেষক দলের গবেষণা থেকে জানা গেছে এই তথ্য। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে কেমোস্ফিয়ার জার্নালে।

১৩.০১.২০২০- অনলাইনে সাগরসঙ্গমের পুণ্যজল- দক্ষিণ ২৪ প রগণা জেলা প্রশাসনের তরফে অনলাইনে গঙ্গাসাগরের জল পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর প্রেক্ষিতে এই রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২৩০টি আবেদন আসে।

১৬.০১.২০২০- গঙ্গাসাগর মেলার সাফল্য- নির্বিঘ্নে ও কোনো রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই শেষ হল এই বছরের গঙ্গাসাগর মেলা। এর জন্যে মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মেলা পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত ছিলেন ১০ হাজার পুলিশকর্মী ও ৫ হাজার সাফাইকর্মী। এই মেলার সাফল্য আগামী দিনে বড় মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে মডেল হতে পারে বলে মনে করছে জেলা প্রশাসন। এই বছর প্রায় ৫৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী পুণ্যস্নান করেন। মেলার জন্যে অতিরিক্ত ৩৭০০টি বাস, ৩২টি ভেসেল ও ৫টি বার্জ চালু হয়। অস্থায়ী হাসপাতালে সব মিলিয়ে ১৫ হাজার ২৯ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। মুমূর্ষু রোগীদের জন্যে ছিল ২ টি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, ৪ টি ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স ও ৮৫ টি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা।

১৭.০১.২০২০- একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শেষ- মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী সুন্দরবনের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্পের কাজ শেষ হল। প্রকল্প রূপায়ণে খরচ হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ২ হাজার ২০০ কিমির বেশি রাস্তা, ছটি সেতু, ১৩১ টি জেটি ও দুটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। এছাড়াও প্রায় চার লক্ষের বেশি কৃষককে বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে; নদী ভাঙন আটকাতে প্রায় চার হাজার হেক্টর এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনসৃজন করা হয়েছে।

১৮.০১.২০২০- বর্ষার চরিত্র বদলে দায়ী সুন্দরবন - বসু বিজ্ঞান মন্দিরের এক গবেষক দলের গবেষণা থেকে জানা গেছে সুন্দরবনের হাওয়ায় মিশে থাকা লবণকণা এবং ম্যানগ্রোভ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন জৈবগ্যাস বাংলার দিকে এগিয়ে আসা দখিনা বাতাস থেকে কার্বনকণা শোষণ করে নেয়। সম্ভবত এই কারণেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার চরিত্রে বদল এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে কেমোস্ফিয়ার জার্নালে।

২০.০১.২০২০- বুলবুল ক্ষতিপূরণে নিয়ম শিথিল- জমির পরচার কাগজ না দেখাতে পারলে বুলবুলের জন্যে সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে জেরবার হচ্ছেন কৃষকরা- এই কথা জানার পর মুখ্যমন্ত্রী কাগজ ছাড়াই কৃষকদের হাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণের টাকা পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।